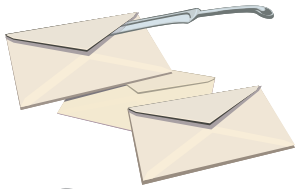

বিদ্যুৎ শুধু মন্ত্রীদের জন্য!

যশোর শহরের যে এলাকায় আমি থাকি সেখানে প্রতিদিন রাত ১১টায় বিদ্যুৎ চলে যায়। আসে রাত ৩টায়। আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ১০ তারিখ রাতে ছন্দপতন। বিদ্যুৎ গেলো সময় মতো, কিন্তু ফিরে আসলো ২ মিনিটের মধ্যেই। অবাক ব্যাপার। এর পরদিন সারাদিন রাতে আর বিদ্যুৎ গেলই না। প্রচন্ড সঙ্কটের সময় এমন চমৎকার বিদ্যুৎ সরবরাহ, ঘটনাটি কি? খোঁজ নিতেই পাওয়া গেল কারণ। কারণটি হলো পরিবেশ ও বনমন্ত্রী যশোরে তার বাড়িতে ছিলেন ১০ ও ১১ মার্চ। সে জন্য বিদ্যুৎ এমন ভালো ব্যবহার করেছে। সব শুনে আমার পুত্র বললো, মন্ত্রী সাহেব যদি সারা মাস বাড়িতে থাকতেন তা হলে কি মজাই না হতো।

আখতারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া, নড়াইল

গ্রাম বাঁচাও

বাংলাদেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। বাংলাদেশের রাস্তাঘাট, অবকাঠামোর অনেক উন্নতি হয়েছে। এ কথাগুলো আমরা বরাবরই শুনে থাকি। সত্যিই কি পুরো বাংলাদেশ সেই উন্নয়নের স্বাদ পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অনেক অঞ্চল রয়েছে সেখানে লাগেনি এখনো উন্নয়নের ছোঁয়া। সেখানে রাস্তাঘাট তো দূরে থাক, নেই কোনো ভালো মসজিদ, স্কুল। বিদ্যুৎ বাতি তো এদের কল্পনার বাইরে। মোবাইল কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জের কারণে মোবাইল ফোন চলে গেছে সেখানে। যোগাযোগের একটা মাধ্যম হয়েছে অবশ্য কিন্তু এদের মোবাইল ফোনের চেয়ে রাস্তাঘাট, ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল, কলেজের প্রয়োজনটাই বেশি।

গত কয়েকদিন আগে তেমনি একটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এসেছিলাম। ময়মনসিংহের নেত্রকোনা তার থেকে আরো ৮/৯ মাইল ভেতরে, গ্রামটির নাম কুরু কুইন্না। ঢাকা থেকে নেত্রকোনা পৌঁছতে আমার যতটা সময় লেগেছে, নেত্রকোনা থেকে গ্রামে পৌঁছতে আমার তারচেয়ে বেশি সময় লেগেছে। বর্ষায় সেখানে চলে নৌকা। আর বাকি সময় মানুষ রিকশা দিয়ে চলাফেরা করে। অবশ্য গ্রামের মানুষরা হেঁটেই চলাচল করে। একে তো ভাড়া অনেক বেশি, অপর দিকে রিকশা ভাড়া করে কোনো লাভ নেই। কারণ রাস্তাঘাটের এমন অবস্থা যে, রিকশা চড়ার চাইতে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে হয় অনেক পথ। রাস্তঘাটের এ করুণ দশার পর যখন গ্রামে পৌঁছলাম সেখানে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা থেকেই আমি বুঝলাম আধুনিকতা কাকে বলে তার লেশমাত্র ওই গ্রামের মানুষদের ছুঁয়ে যায় না। কেউ যদি এসব গ্রাম থেকে ঢাকায় আসে তারা মনে করছে বিদেশ যাচ্ছে। নেই কোনো উন্নতমানের স্কুল। আমি অবাক হলাম, কোথাও একটা পাকা মসজিদ আমার নজরে পড়লো না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করছে। স্কুলে যাওয়াকে এরা কোনো বিষয় মনে করে না। গেলে গেল না গেলে না। ড্রপ আউট শিশুর সংখ্যা অনেক।

গ্রামই আমাদের প্রাণকেন্দ্র। তাই এ গ্রামগুলোকে আমাদের বাঁচাতে হবে। গ্রামের অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ, মন্দির, মসজিদ এগুলোর সংস্কার সাধন একান্ত জরুরি।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম,
মিরপুর, ঢাকা

বীভৎসতার শিকার

যে দেশের ৭০ শতাংশ রপ্তানি আয় 'অবলা রমণী' শ্রমদাসদের হাত ধরে, সে দেশে ওরা খুন হয় নির্বিচারে! এ নির্মমতা জাতির জন্য লজ্জার। আমাদের লজ্জাহীনতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ হত্যার পর লাশ গুম।

১০ এপ্রিল ২০০৫ বাইপালের স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ভবনধসে ঝরে যায় ৮৬টি প্রাণ। বিচারের প্রত্যাশায় আজো নীরবে কেঁদে যায় এসব শ্রমিকের আত্মা। ৯ মাসের ব্যবধানে ওদের সঙ্গে যোগ দেয় চট্টগ্রামের ৫৪ জন আর ঢাকার তেজগাঁওয়ের ১৮ জন। এসব বীভৎসতার বিচার হয় না এ দেশে। যাদের শ্রমের পর নির্ভর করে এ দেশের পোশাক শিল্প বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তারাই শোষকের পদস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারায়। তাদের প্রতি নেই কারো সহানুভূতি, এক মুহূর্তের নিরাপত্তা, বেঁচে থাকার মতো ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা ও কর্মের নিশ্চয়তা। প্রতি মুহূর্তে ওরা অত্যাচারিত। পোশাক শিল্পের অন্তরালে পাশবিক শোষণ! দোতলা ভবনকে পাঁচতলায় পরিণত করার বাসনা মালিকের। অথচ নির্মম পরিণতির শিকার সাধারণ শ্রমিক। জঘন্য এসব হত্যাকান্ডের বিচার নেই! কলাপসিবল গেট বন্ধ থাকায় আগুনে পুড়ে মরে শ্রমিক। গেট গার্মেন্টসের নিরাপত্তা দেয়, দেয় না শ্রমিকের নিরাপত্তা। শ্রমিকরা গার্মেন্টসের পণ্যের চেয়েও কম মূল্যের? ছিঃ! যাদের শ্রমের ওপর ভর করে উজ্জ্বল এ দেশের মুখ। তারা গুমরে কেঁদে অভিশাপ দেয়-নিপাতে যাক শ্রমিকের ঘাতকরা। ঘাতকের দলে আমরা সবাই।

আলী প্রাণ
স্টেশন রোড, শ্রীমঙ্গল
alipran@gmail.com

মিডিয়ার সৃষ্টি!

অবশেষে বাংলা ভাই ও শায়খ

আমাদের কিছু যায় আসে না...

জঙ্গি সংগঠন জেএমবির প্রধান ক্যাডার শায়খ আবদুর রহমান ধরা পড়লো। এই খুনি ইসলামের শত্রু ধরা পড়ায় দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে শায়খের গ্রেপ্তার ব্যাপারটি নিয়ে। কেমন যেন নাটক নাটক ভাব ছিল পুরো ব্যাপারটিতে। মনে হচ্ছিল কোনো বাংলা সিনেমার মহড়া চলছিল সূর্য্যদীঘল বাড়ীকে ঘিরে। র‍্যাব, পুলিশের দৃষ্টিকটু তৎপরতা, নিরুদ্বেগ আত্মসমর্পণ, মিডিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছিল পুরো বিষয়টি সাজানো নয়তো?

২. চট্টগ্রামের কালুরঘাটে কেটিএস গার্মেন্টসের দুর্ঘটনায় মৃত ৫ জন শ্রমিকের পরিবারকে মন্ত্রী আব্দুল্লাহ্ আল নোমানের মাধ্যমে বিজিএমইএ ৭৯ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। বড় ভালো কথা। মহৎ উদ্যোগ, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ৫ জন শ্রমিকের লাশের দাম কি মাত্র ৭৯ হাজার টাকা?

৩. সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৩ মার্চ সংখ্যায় দেখলাম চরমোনাই পীরের ২৩ দিনে না-কি ২ কোটি টাকা আয়! আরো দেখলাম, তিনি যে একজন ভন্ড, প্রতারক, অত্যাচারী এবং ধর্মব্যবসায়ীই নয়, একজন অতি উঁচু মাপের মিথ্যুকও। নাহলে মুখে এক কথা, আর উকিল নোটিশে অন্য কথা বলেন কেন?

৪. পরিশেষে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জলিলের ট্রাম্পকার্ড খেলা দিয়ে শেষ করবো। রাজনীতির হালচাল দেখে বোঝা গেল, আব্দুল জলিলের চেয়েও সরকার দলীয়রা ট্রাম্প খেলা ভালোই বোঝেন। রাজনীতির মাঠ যখন ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল, ঠিক তখনই তারা এমন ট্রাম্প মারলেন যে আপাতত জলিল সাহেবের আর ওভার ট্রাম্প মারার কায়দা নেই। বিচিত্র। বড় বিচিত্র এ দেশ।

টিআর খান তাহিন
হালিশহর হা/এ, চট্টগ্রাম

আবদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হলো। শুরুতে সরকার দলীয় লোকেরা সবাই চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে বলেছেন বাংলা ভাই নামে কেউ নেই। প্রশ্ন জাগে, এখন যারা ধরা পড়লো এরা কী জিনের ভাই? আশা করি সরকারের বোধোদয় হবে এবং বাংলা ভাই ও শায়খ আবদুর রহমানের নেপথ্য নায়কদের খুঁজে বের করবে? নাকি এখানেও মিডিয়ার সৃষ্টি বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন? জনগণের বুঝতে বাকি নেই বাংলা, ইংরেজি ও জিন ভাই আসলে কারা? সরকার উপযুক্ত শাস্তি ও তাদের নেপথ্য নায়কদের শাস্তিদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনবেন এটাই আশা করি।

উত্তম
নাসিরাবাদ, পিটিআই, চট্টগ্রাম

একশ'তে এক হাজার মুরালিধরন

বোলিং রেকর্ডের পাতা জুড়ে রয়েছে মুরালিধরনের নাম। অল্প কিছুদিন আগে ওয়ানডে ক্রিকেটে ৪০০ উইকেট শিকারিদের এলিট ক্লাবে পা রেখেছেন। সেটা ছিল অসিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত তিন জাতির ভিবি সিরিজে। ঐ টুর্নামেন্ট শেষে লংকান সিংহরা পা রাখে বাংলাদেশে। ওয়ানডে সিরিজে বিশ্রামে থাকার পর প্রথম টেস্টের দলে নাম উঠিয়েই ঢুকে পড়লেন শততম টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের এলিট ক্লাবে। এ ক্লাবের ৩৬তম সদস্য তিনি। বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টে ঢুকলেন ৬০০ টেস্ট উইকেটের এলিট ক্লাবে। সঙ্গে আছে টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে এক হাজার উইকেটের অসাধারণ কীর্তি।

প্রায় হারিয়ে যেতে বসা স্পিন শিল্পকে যে কজন পুনর্জীবন দিয়েছেন তাদের মধ্যে মুত্তিয়া মুরালিধরন নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। অথচ ক্রিকেট জীবনের সূচনাতে স্পিনের ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না এ লিজেন্ড অফস্পিনার। তারুণ্যে মিডিয়াম পেস বলই করতেন, পরে সুনীল ফার্নান্ডোর পরামর্শে স্পিন বল করা শুরু করেন। তারপরের কাহিনী তো মিডিয়ার হট কেক বনে যাওয়ার ঘটনা সবারই জানা।

সাইফুল্লাহ আল মামুন, খুলনা

স্ন্যাপ শট

জীবনের খণ্ডচিত্র

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুতম প্রবাদপুরুষ তিতুমীর। বাঁশের কেল্লার তিতু। হায়দারপুর গ্রামে এই ভিটেতেই জন্মেছিলেন তিনি।

হায়দারপুর গ্রাম থেকে ছবিটি তুলেছেন আনোয়ার হোসেন

....

ক্যামেরা বা মোবাইল ক্যামেরায় তোলা যেকোনো ব্যতিক্রমী ছবি। সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম-ঠিকানা লিখুন।

স্ন্যাপ শট : সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল: sshot@shaptahik2000.com

মানুষের জন্যে

লোকটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন 'ঝুলনপুল'-এর পশ্চিম পাশে। চল্লিশোর্ধ্ব নিঃসন্তান এই ভদ্রলোক চাকরি করতেন চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ডে অবস্থিত 'আনোয়ারা জুট মিল'-এ 'স্পিনার' পদে। ৬৪৬ নম্বর আইডি কার্ডধারী লোকটির নাম আহমদের রহমান। ১৯৭৯ সালে চাকরি নিয়ে (১৯৮৩ সালে পারমানেন্ট হওয়া) এ লোকটি যখন দায়িত্ব সচেতনতায় সচেষ্ট, তখনই আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায় মিলটি ২০০৩ সালে। ঠিক তখনই তার জীবনে নেমে আসে ঘোর অমানিশা! বাত এবং প্যারালাইসিসজনিত অসুস্থতায় তিনি রীতিমতো অকেজো হয়ে পড়েন। 'মোক্ষম অজুহাত' পেয়ে মিল কর্তৃপক্ষ তাকে অবসর দিয়ে দিলেও, ন্যায্য পাওনা থেকেই আজো বঞ্চিত রয়ে গেছেন আহমদের রহমান। অসহায় এ লোকটি এখনও মিল কর্তৃপক্ষের কাছে ১৭ হাজার টাকা পাওনা রয়েছেন, অথচ অর্থবিত্তের অভাবে সুচিকিৎসা নিতে পারছেন না। গত ঈদুল ফিতরে তার পাওনা টাকা থেকে পাঁচশ টাকা উঠিয়ে খেয়েছে নেতা নামক পিশাচরা। একান্ত আলাপচারিতায় কথাগুলো ভদ্রলোক বললেন। ভিক্ষার ঝুলির প্রতি তার চরম ঘৃণা। কিন্তু কীভাবে জীবনযাপন করবেন এ প্রশ্নে কেবলই নির্বাক থেকেছেন 'আনোয়ারা (১ নম্বর) জুটমিলের নিয়মিত A শিফটের স্পিনার।' মিল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে, এ লেখা আকর্ষিত হলে সহায়-সম্বলহীন এ লোকটি বেঁচে থাকার ন্যূনতম অবলম্বন খুঁজে পেতেও পারেন, যদি মিল কর্তৃপক্ষ 'মানুষ' হয়ে থাকেন। এই লোকটিকে অবহেলার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে দেশ-বিদেশে অবস্থানকারী মহানুভব মানুষগুলোর মহানুভবতা। আমাদের সামান্য একটু সহযোগিতা পেলে এ অসহায় মানুষটি সুচিকিৎসা পেয়ে আবার কর্মঠ হয়ে উঠতে পারেন। প্রিয় পাঠক লোকটির সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা দিলাম।

Ahmader Rahman, S/O : (Late) Abdul Malek, Village : Hasnabad, P.O : Madbar Hat, P. S : Mirsharai, Dist : Chittagong-4326, Bangladesh.

যেকোনো ধরনের সাহায্য এবং সহযোগিতা এ ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ,
মীরসরাই

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলে জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানা:
ফোরাম
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

দৃষ্টি আকর্ষণ
সাপ্তাহিক ২০০০ তেল-গ্যাস-কয়লা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য
www.energybangladesh.org
নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে।